যায়যায়দিন

তারিখ ... 5 DEC 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চৌদ্দ বছর পর সমাবর্তন

উৎসবে মেতেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ৯ ডিসেম্বর। বহুল প্রতীক্ষিত এ সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে সাজ সাজ রব বিরাজ করছে। সমাবর্তন সফলভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই প্রতিষ্ঠার পর হাঁটি হাঁটি পা পা করে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ এ বিদ্যাপীঠ ৫৯ বছর পার করেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এবার দ্বিতীয়বারের মতো সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। লিখেছেন এস এম নাদিম মাহমুদ ও রফিকুল ইসলাম

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ৯ ডিসেম্বর। বহুল প্রতীক্ষিত এ সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে সাজ সাজ রব বিরাজ করছে। সমাবর্তন সফলভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সমাবর্তনের আর মাত্র তিনদিন বাকি থাকলেও উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে। ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই প্রতিষ্ঠার পর হাঁটি হাঁটি পা পা করে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ এ বিদ্যাপীঠ ৫৯ বছর পার করেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এবার দ্বিতীয়বারের মতো সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সমাবর্তন উপলক্ষে ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করতে চলছে নানা আয়োজন। এ উপলক্ষে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ ভবন, স্থাপনা, সড়ক, মাঠঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও রং এবং আলোকসজ্জা দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক 'সাবাশ বাংলাদেশ', শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা, কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন, প্রশাসনিক ভবন, সিনেট ভবন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, অতিথিদের জন্য আপ্যায়নের স্থানসহ বিভিন্ন স্থাপনার রং, সংস্কার ও অলঙ্করণ। ফলে সবুজ ছায়া-ঢাকা মতিহারের সবুজ চত্বরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। সমাবর্তন অনুষ্ঠানস্থল বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামে প্যান্ডেল নির্মাণের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। এখানে ৮ হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা করতে নির্মাণ করা হচ্ছে বিশাল প্যান্ডেল। স্টেডিয়ামের উত্তর দিকে স্থাপন করা হয়েছে বিশাল মঞ্চ। স্টেডিয়ামের চারপাশে চলছে শোভাবর্ধনের কাজ। সমাবর্তনস্থলকে জাঁকজমকপূর্ণ করতে পুরো স্টেডিয়ামকে ঘিরে চলছে শোভাবর্ধনের কাজ। দ্রুত প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে কাজ করে যাচ্ছে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক। সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে স্টেডিয়ামে দেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সমাবর্তন সফলভাবে সম্পন্ন করতে ৫২টি সাংগঠনিক কমিটি এবং তাদের সহযোগিতায় আরো ১৫টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সমাবর্তন হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ২৯ নভেম্বর। এরপর দীর্ঘ ১৪ বছর পর এবার সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অষ্টম সমাবর্তনে ৭ হাজার ২১ জন গ্র্যাজুয়েট রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক রয়েছেন ৬৩৮ জন। ৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হবে। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বরেণ্য শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। সভাপতি হিসেবে থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

দীর্ঘদিন পর সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ায় সমাবর্তনকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী সাখওয়াত হোসেন বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন হয়েছে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন সমাবর্তন না হওয়ায় প্রতীক্ষায় ছিলাম সমাবর্তনের। এবার সে প্রতীক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে। সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের জন্য একটা গর্বের বিষয়। খুবই ভালো লাগছে। প্রতিবছর সমাবর্তন হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী শাহরিনা হক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'পরীক্ষা শেষ, তবুও বাসায় যাইনি। সমাবর্তনে বন্ধুদের সাথে ক্যাম্পাসে আনন্দ করব, ঘুরে বেড়াব। ক্যাম্পাসের বড় ভাইবোনেরা আসবেন, তাদের সাথে অনেক কিছু শেয়ার করবো।' সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে দেশের সেবা করার অনুপ্রেরণা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়, জানালেন তিনি।

সমাবর্তনে অংশ নিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্র্যাজুয়েটরা রাজশাহীতে আসতে শুরু করেছেন। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর এমফিল, পিএইচডি ও এমবিবিএস গ্র্যাজুয়েটরা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর এবং স্নাতকোত্তর গ্র্যাজুয়েটগণ নিজ নিজ বিভাগ থেকে সমাবর্তন পোশাক (গাউন, হুড ও ক্যাপ) ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সংগ্রহ করবেন।

সমাবর্তন উপলক্ষে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর মুহম্মদ নুরুল্লাহ জানালেন, সমাবর্তন সফলভাবে সম্পন্ন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের প্রতিটি সদস্য অত্যন্ত আন্তরিক। আমরা একটি সফল ও জাঁকজমকপূর্ণ সমাবর্তন উপহার দিতে বদ্ধপরিকর, জানালেন তিনি।